মেহেরপুর আমঝুপি রাধা মাধব মন্দিরে মা দূর্গার ষষ্ঠী পালন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপুজা শুরু হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দিরে গতকাল মা দূর্গার ষষ্ঠী।

গতকাল গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় ফিতা কেটে উদ্বোধন করছেন মন্দিরের উপদেষ্ঠা ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহানউদ্দিন চুন্নু।

এসময় শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দিরের সভাপতি অসিত কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার কর্মকার, সহ সাধারণ সম্পাদক বলাই চন্দ্র বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ আকিঞ্চন কুমার পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক নারায়ন হালদার, উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মাহবুল হকসহ শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দিরের পুজা উদ্যাপন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর শহরে সমাজসেবা কর্মচারী ফারুককে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ায় সমাজ সেবা অফিসের কর্মচারী ফারুক হোসেনকে (৩৯) কুপিয়ে হত্যা করেছে দূর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে শহরের তাঁতীপাড়ায় এবং সদর থানার সন্নিকটে এ ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

নিহত ফারুক হোসেন মেহেরপুর শহর সমাজসেবা অফিসের মাঠ কর্মী এবং তাঁতীপাড়া সাখাওয়াত হোসেনের ছেলে। তাঁর দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বড় ছেলে নাহিদ (১২) এবং ছোট ছেলে নবাব (৪)।

তিনি ২০০৮ সালে মেহেরপুর সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রাধুনি হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। পরে বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে মাঠ কর্মী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগের বার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচন করেন। মাত্র কয়েক ভোটর ব্যবধানে পরাজিত হোন।

জানা গেছে, রাত পোনে ১১ টার দিকে থানা মোড়ের একটি দোকান থেকে কয়েল কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির ঠিক ২০ গজ পূর্বে কয়েকজন সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেছনদিক থেকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তার ঘাড়, পিঠ ও পায়ে গভির ক্ষত সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক হাবিবুর রহমান জানান, হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন। তার শরীরের ঘাড়ে, পিঠে এবং পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। যাতে গভির ক্ষত হয়েছে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যূ হয়েছে ।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, নিহতের বাড়ির ঠিক ২০ গজ দুরে সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালিয়েছে। সুরতহাল রিপোর্টে পিঠে, ঘাড়ে এবং পায়ে কোপানো হয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ হত্যার কোন ক্লু পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, ঘটনা জানতে পেরেই পুলিশ সুপার স্যার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশের একাধিক দল ইতিমধ্যে অভিযানে নেমেছে।

নিহত ফারুক হোসেনের বড় মামা আলাউদ্দিন জানান, তাকে মেরে ফেলার মত কোন বিরোধ কারোর সাথে ছিল আমাদের জানা নেই।

মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ বাপ্পি জানান, খবর পেয়ে ছুটে হাসপাতালে গিয়ে দেখি মারা গেছে। ফারুকের কোন শত্রু থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। তবে আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। প্রয়োজনে এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে বিচারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

পরে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী হাসপাতালে পরিদর্শন করে লাশের স্বজন ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের প্রাথমিক ব্রিফ দেন এসময় তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে হত্যার তেমন

কোন কারণ এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তদন্ত শেষে বোঝা যাবে।

নীল মোড়কের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

২২ শে অক্টোবর পুরস্কার বিতরণ এবং কেক কাটার মাধ্যমে নীল মোড়ক পাঠক পরিবারের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩ টায় মেহেরপুর জেলা গণগ্রন্থাগারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাঈদ আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নীল মোড়কের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাঈদ আজাদ তার বাস্তব জীবন এবং বই পড়ার উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

নীল মোড়কের প্রধান সমন্বয়কারী লিখন জানান, যেহেতু এখন করোনাকালীন সময় তাই সীমিত পরিসরে গণগ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্পন্ন করতে হলো। পৃথিবী যদি সুস্থ হয় আগামী বছর অনেক বড় পরিসরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করব।

এ উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী পরিচালক আল মাহমুদ, জেলা গণগ্রন্থাগার ইমদাদুল হক সহ নীল মোড়কের সদস্যবৃন্দ।

গাংনীতে বাসের ধাক্কায় শিশুসহ চার যাত্রী আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রতগামী বাসের ধাক্কায় পাখিভ্যানে থাকা শিশুসহ চার যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী পৌর এলাকা বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’র অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের আজান গ্রামের গোলাম নবীর ছেলে ফিরোজ আহমেদ (৩৬), পৌর সভার ৩ নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের নাজিরউদ্দিনের স্ত্রী লালবুড়ি খাতুন (৩০), একই গ্রামের শরিফুদ্দিনের স্ত্রী রেখা (৪০) ও রেখা খাতুনের নাতি ছেলে জুবায়ের হোসেন (২ বছর)।

আহত পাখি ভ্যানচালক ফিরোজ জানান, তিনি যাত্রী নিয়ে গাংনী থেকে বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ডাঃ আব্দুল মান্নানের বাড়ীতে যাওয়ার পথে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’র অফিসের সামনে মেহেরপুরের দিক থেকে আসা আলহাজ¦ নামের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখিভ্যানের সাথে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটির রেজিষ্ট্রেশন নং-কুষ্টিয়া-জ-০৫-০০০৪।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে দিনমজুরের নির্মাণাধীন ঘর ভেঙেছে

দূবৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়াতে কাবিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন ঘর ভেঙে দিয়েছে দূবৃত্তরা।
বুধবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় দূবৃত্তরা এ ঘটনা ঘটায়।

হাফিজ উদ্দীনের ছেলে কাবিদুল ইসলাম(৩৩) পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রী। দুই মেয়ে স্ত্রী নিয়েই তার সংসার। অনেক কষ্ট করে ৪ কাঠা জমি ক্রয় করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়াউর রহমানের সাথে। জীবনের অর্জিত সম্পদ দিয়ে একটু মাথা গোজার ঠাই যোগানোর চেষ্টা টুকুও সফল হলো না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কাবিদুল ইসলামের।কোথায় পাবে এই অমানবিকতার বিচার?

কাবিদুল ইসলাম জানান, যে কাজ করেছে সে আমার চেনা না এবং দেখিও নি। তবে এর বিচার চাই।

জিয়াউর রহমান জানান, জমিটা খুব কষ্টে করে আমার সাথে ক্রয় করেছে। এখনো টাকা পরিষদ করতে পারেনি বসবাসের কষ্ট দেখে আমি তাকে ঘর করতে বলি। এমন নিকৃষ্ট তম কাজটি যে কে করেছে সে খুব অন্যায় করেছে।

কাবিদুলের স্ত্রী জানান, আমাদের সন্দেহ আছে তবে নাম করবো না। আমাদের ভয় দেখিয়েছে যে তোদের এই গ্রামে বাস করতে দিবো না।তবে নাম করবো না নাম করলে আরো বড় ধরনের কিছু ঘটে যেতে পারে। গরীব মানুষ কস্টে করে চলি আর এমন কাজ করলো এর বিচার কি পাবো না।

এখন পরিবারটির মুখে বিষন্নতার ছাপ। আদৌ কি পাবে এর সু বিচার নাকি এভাবেই চলতে থাকবে তাদের প্রতি অরাজকতা।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ দরবেশ আলী জানান, এ ঘটনায় পুলিশের কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৬ মার্চ চালু হচ্ছে মুজিবনগর চেকপোস্ট!

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিয়মিতভাবে চালু হচ্ছে মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক। স্থাপন করা হচ্ছে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, যা আগামী ২৬ মার্চ যৌথভাবে অনলাইনে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন।

ফলে মেহেরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি স্থলবন্দরের। সেস্থলে চেকপোস্ট হলেও প্রাথমিক ধাপ এগিয়ে যাবে মেহেরপুর। এর ফলে ওই এলাকাজুড়ে সৃস্টি হবে কর্মচাঞ্চল্য, বাড়বে কর্মসংস্থান। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের গুরত্ব আরো বেড়ে যাবে পর্যটকদের কাছে।

এ উদ্যোগের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলোতে চিঠি দিয়েছে পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, ‘‘আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ‘মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক’ নিয়মিতভাবে চালু এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে চাই।

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে এ সড়ক ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট উদ্বোধন করবেন। এ জন্য ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সড়কটি খুলবে। ফলে অনেক পর্যটকও আসবেন ঐতিহাসিক এই দর্শনীয় স্থান নিয়মিত পরিদর্শনে।’’ জানা গেছে, সড়কটি চালু ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পত্রের আলোকে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্টদের করণীয় নির্ধারণে সরকারি দফতরগুলোতে পৃথক চিঠি দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম-সচিব এ এস এম জাকির হোসেন বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত চাওয়া হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে

সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব কাইজার মোহাম্মদ ফারাবী বলেন, মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক চালুর নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে অবহিত করা হয়েছে। এর আগে স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ‘স্বাধীনতা সড়ক’ (মুজিবনগর-কলকাতা) নিয়মিতভাবে চালু করা এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১০ আগস্ট পত্র দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। তার স্বাক্ষরিত পত্রের অনুলিপি দেওয়া হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে।

পত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমি ৮ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, টুঙ্গিপাড়া কমপ্লেক্স এবং আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স দর্শন করি। বিশ্বের মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাতি আছে, যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে সরকার গঠন করে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এ কারণে বিশ্ব জনমত আমাদের পক্ষে আনা সহজতর হয়েছিল।’ পত্রে আরও বলা হয়, ‘১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতা থেকে আমাদের জাতীয় নেতা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা মুজিবনগরে আগমন ও শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

যে পথে তারা এসেছিলেন, তা এখন বন্ধ রয়েছে। আগামী বছর ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা বৃহত্তর পরিসরে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্◌্যাপন করব। এ উপলক্ষে কলকাতা থেকে মুজিবনগরে যাতায়াতের এই ঐতিহাসিক সড়কটি চালু করা হলে আমাদের ইতিহাস-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক মুজিবনগর আরও সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি মুজিবনগরে স্থায়ীভাবে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করলে সড়কটি নিয়মিতভাবে সচল থাকবে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাসিন্দাদের যাতায়াতে সুবিধা হবে এবং পর্যটক সংখ্যা বাড়বে।’ এ অবস্থায় স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে স্বাধীনতা সড়ক (মুজিবনগর-কলকাতা) নিয়মিতভাবে চালু রাখা এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর স্থল বন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলনের ফোরামের

মুখপাত্র ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক জানান, মেহেরপুরবাসী স্থল বন্দর বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানববন্ধন, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। আমরা মনে করি সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমাদের প্রাথমিক বিজয় হচ্ছে। আমরা মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনকে কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যাবাদ জানাই।

এম এ এস ইমন আরো বলেন, আমরা যখন স্থলবন্দর আন্দোলন শুরু করি মেহেরপুরের মানুষ জানতো না বন্দর কি। তারা বলতো এখানে তো পানি নেই তো বন্দর কিভাবে হবে। ধিরে ধিরে মানুষকে বুঝিয়ে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলাম।

গাংনীতে ভাইয়ের ঘরে তালা ঝুলিয়েছে ভাই

ছোটভাই মতিয়ার রহমানের রোষানলে পড়ে বসত ভিটা হারাতে বসেছেন বড়ভাই আনোয়ার হোসেন। নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার পর ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে তালাবদ্ধ করেছেন।

এ ব্যাপারে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন আনোয়ার হোসেনের ভাই মনিরুজ্জামান মন্টু। অভিযোগে মতিয়ার রহমান ও তার অপর দুভাই খালেক এবং ছানোয়ার হোসেনকে বিবাদী করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব গ্রামে।

অভিযোগে জানা গেছে, আনোয়ার হোসেন তার পিতার জমিতে দুই রুম বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। চাকরীর সুবাদে আনোয়ার হোসেন ঢাকাতে অবস্থান করায় ২০০১ সালে ছোটভাই মতিয়ার রহমানকে তার ওই বাড়িতে বসত করার সাময়িক অনুমতি দেন। পিতা মাতার মৃত্যুর পর মতিয়ার রহমান ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে দখলে নেন।

এব্যাপারে অন্যান্য ভাই ও আত্মীয় স্বজন বাড়িটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ

করেও কোন কাজ হয়নি। উপরন্ত বাড়ির দোতলার আরো দুটি রুমে তালাবদ্ধ করেন গত ৩০ সেপ্টেম্বর।

অনুনয় বিনয় করেও কোন ফল না পাওয়ায় আনোয়ার হোসেনের পক্ষে অভিযোগটি করেন অপর ভাই মনিরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি তদন্তাধিন রয়েছে।

গাংনী পৌর এলাকায় ড্রেনেজ প্রকল্পের পরিদর্শন, দূর হবে জলাবদ্ধতা

গাংনী পৌরসভার পারি নিষ্কাশনের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ১০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের জন্য পরিদর্শনে এসেছেন দেভকন প্রকল্পের কনসালটেন্টসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম।

বুধবার বিকেলে ঢাকা থেকে এটিম গাংনী পৌর অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

এসময় সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী জানান, ড্রেনেজ ব্যাবস্থা না থাকায় পৌরবাসী জলাবদ্ধতায় নিমজ্জিত রয়েছেন। অনেকেই ঘর থেকে বের হতে পারছেনা। বাড়ির শিশু নিয়ে বিপদে আছি। ড্রেনেজ ব্যাবস্থা হলে পৌরবাসি দির্ঘদিনের জলাবদ্ধতা থেকে রেহায় পাবে।

গাংনী পৌর মেয়ের আশরাফূল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ মিউনিসিপিলিটি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট (বিএমডাব্লিউ এসএস পি) এর আওতায় ২০ কোটি টাকা ব্যায়ে পানিনিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ করা হবে। এর প্রাথমিক টেন্ডারের নিমিত্তে পরিদর্শন টিম টি এসেছেন। এলাকা পরিদর্শন শেষে ড্রেন নির্মাণকালে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা বলে মন্তব্য করেন।

পরিদর্শন টিম লিডার কনসালটেন্ট অফিসার নাজমুল হাসান খান জানান,প্রাথমিক ভাবে এলাকা পরিদর্শন করা হলো এবং এসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিলের পর একটি সার্ভেয়ার টিম পরিদর্শনে আসবেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার অবসান

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুরের জেয়ালা বিলে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা ৯০০ বিঘা জমির পানি খাল খননের মাধম্যে অপসারণ করে আবাদের উপযোগী করে দিলেন পৌর মেয়র।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও কালাচাঁদ পুরের গ্রাম বাসিরা উপস্থিত থেক জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করেন।

এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুরের কোন আবাদি জমি পড়ে থাকবে না। মেহেরপুর পৌরসভরা ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করা হলো যাতে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা অনাবাদি জমি আবাদের উপযোগী হয়।

এছাড়াও তিনি বলেন কিছু দিনের ভিতরেই এই বিলের সাথে একটি রাস্তা করে দিবো যাতে করে কৃষকরা মনের আনন্দে ক্ষেত নিয়ে বাড়ি যেতে পারে ও যে পুল গুলো আছে তাতে লাইটিং এর ব্যবস্থাও করে দিবো

স্থানীয় নাসির উদ্দিন জানান, দীর্ঘ ৩০ বছর পর আজ কালাচাঁদপুরের মানুষ যেন নতুন করে তাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে পেয়েছে, এ যেন এক অন্য রকম আনন্দ। এই অবদান একমাত্র মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের।

নাম বলতে অনিচ্ছুক আরও এক কৃষক জানান। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কিছু অসাধু মানুষ এই বিলটি জব্দ করে মছ চাষ করে আসছিলো। আজ গ্রামের বাসিদের চেষ্টায় ও পৌর মেয়রের উদ্যোগ এই অসাধ্য কাজ টি সাধ্য করেছে। তাই মেয়রের কাছে কালাচাঁদপুরের গ্রাম বাসিরা কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বি ইভান, কালাচাঁদপুর জামে মসজিদের ইমাম হাজী মোহাম্মদ আইয়ুব আলী প্রমুখ।

মেহেরপুরে পাটি পাতার নতুন ভাবে শুরু

মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে পাটি পাতা কিডস এর শো-রুম উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন ফিতা কেটে পাটি পাতা কিডস এর শুভ উদ্বোধন করেন। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য দেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, চেম্বার অব কমার্স সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান এবং সঞ্চালনয় ছিলেন সাইদুর রহমান।

এসময় পাটি পাতা কিডস এর প্রফাইটার জনি আহম্মেদ বলেন আমরা একটি নতুন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি, যেখানে সব ধরনের পণ্য পাওয়া যাবে। ক্রেতারা যেনো আমার শোরুমে এসে ঘুরে না যাই সেই জন্য বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধাদের পর্যন্ত সব ধরনের পণ্য এখানে পাওয়া যাবে। এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

পরে কেক কেটে ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠান শেষ করে।